ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৬ ● কলকাতা ● ২২ ভাদ্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দাম্পত্যের দূরত্বে অভিনয় থেকে দূরে ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

বিতর্কে ভরা গাম্ভিরের সর্বকালের সেরা ভারতের ওয়ানডে একাদশ

পৃঃ ৬

জনমত বুঝতে জেলায় অভিষেকের প্রতিনিধি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর আলোড়নের প্রেক্ষিতে সেই সুলুকসন্ধান শুরু করেছে তৃণমূল। দলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যত মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি। জানতে চাওয়া হচ্ছে কেন তরুণ প্রজন্ম শাসকদলের থেকে সরে যাচ্ছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, নাকি পরিষেবা প্রদানে ঘাটতি থাকছে।

একাংশ পুরপ্রতিনিধি অভিষেকের প্রতিনিধির কাছে পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান ও শহর সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পুরপ্রধান ও শহর সভাপতি পদে কাদের যোগ্য মনে হয় তাও পুরপ্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। শহরে আর জি কর নিয়ে আন্দোলনে কারা নেতৃত্বে দিচ্ছেন, সে ব্যাপারেও খোঁজ নিতে জেলায় হাজির হয়েছেন তৃণমূলের ভোট পরামর্শদাতা সংস্থার তিন

এরপর ৩ পাতায়

ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ শুনেই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে বাংলাদেশ

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে ভারত বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছে। বাংলাদেশের জমি ব্যবহার করে সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে নতুন করে জঙ্গি স্লিপার সেল খোলার উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। শুধু তাই নয়, আইএসআইয়ের ওই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত 'রাজাকার বাহিনী'র সরকার।শুধু সেনা নয়, রাজনাথ সিংয়ের নির্দেশের কথা শোনার পরে শনিবার তড়িঘড়ি পিলখানায় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদর দফতরে হাজির হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন সেনা আধিকারিক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজিবির সব রিজিয়ন কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, ব্যাটালিয়ন কমান্ডাররা বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ভারত সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর জন্য বিজিবির পদস্থ কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সীমান্তের ওপার থেকে (ভারতীয় জমি) যদি একটা গুলি চালানো হয়, তাহলে ১০টি গুলি চালানোর

এরপর ৩ পাতায়

জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচনের প্রচারে এসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

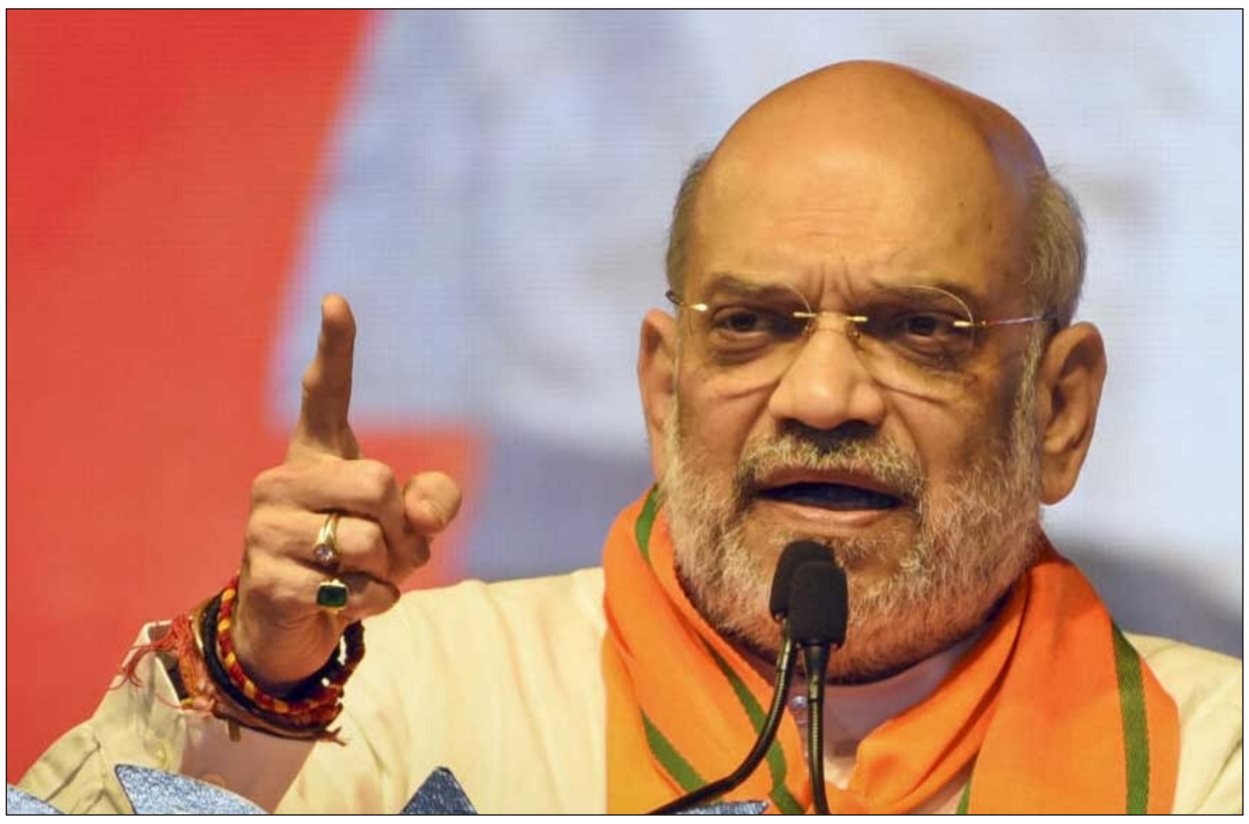

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : "যতক্ষণ না পর্যন্ত শান্তির রাস্তায় হাঁটছে, ততক্ষণ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন আলোচনা নয়"। শনিবার জম্মু-কাশ্মীরে নির্বাচনী র‍্যালিতে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ইসলামাবাদকে এই কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।"স্বাধীনতার পর প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরের ভোটাররা দুটি পতাকা নয়, তিরঙ্গার নিচে দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন। দুই সংবিধান নয়, ভারতের সংবিধান যা বাবা সাহেব আম্বেদকার বানিয়েছেন তা শপথ নিয়ে ভোট দেবেন"। ফলে এবারে নির্বাচন সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেও মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জম্মু-কাশ্মীরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করে বলেন "আমরা জনগণকে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের যে বিভাজন মূলক এজেন্ডা রয়েছে তা নিয়ে সচেতন করেছি"। জম্মু, রাজৌরী পুঞ্চ সহ একাধিক জায়গায় এখন শান্তি বিরাজ করায় মানুষ আতঙ্ক ভুলে গেছে। কিন্তু কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতারা এখানে শান্তি বিঘ্নিত করে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করবে বলেই যারা পাথর ছোঁড়ায় অভিযুক্ত তাদের জেল থেকে ছাড়ার কথা বলছে।

এদিন ভুস্বর্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩৭০ তুলে নেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন এই অনুচ্ছেদ তুলে নেওয়ার ফলে জম্মু-কাশ্মীরের মা-বোনেরা ৭০ বছর পর তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছেন। আর সেই অধিকারকে কংগ্রেসসহ ন্যাশনাল কনফারেন্স কেড়ে নিতে চাইছে। নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রায় এক দশকে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসের অনেকটাই রাস্তা না সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তিন দফায় ৯০ টি আসনে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট হবে। এই তিন দফার মধ্যে ২৪ টি আসনে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২৬ টি আসনে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ৪০টি আসনে ১ অক্টোবর ভোট গ্রহণ হবে এবং ৮ই অক্টোবর গণনা হবে।

আরজি কর কাণ্ডে নয়া মোড়, সন্দীপের শ্যালিকার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার চাঞ্চল্যকর তথ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি করে আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার এই দুর্নীতির তদন্ত করতে শহর জুড়ে একাধিক জায়গা তলাশি করে ইডি। আর তখনই সন্দীপের শ্যালিকার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন বাড়িতে হানা দেয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, আরজিকর কাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়ার সন্দীপ ঘোষের নামে একাধিক সম্পত্তির খোঁজ পাচ্ছে সিবিআই। একাধিক সম্পত্তির মধ্যে একটি সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের জীবনতলায়। ওখানে সন্দীপ ঘোষ বিশাল একটা বাংলো বাড়ি রয়েছে। যার নাম 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'। স্থানীয় সূত্র মারফত খবর, ওখানে উনি প্রায় যেতেন সময় কাটাতে। এদিন দুর্নীতি তদন্তে নেমে সেই বাংলোর খোঁজ পায় ইডির আধিকারিকেরা। একথায় বলা যায়, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করার পরেই সিবিআইয়ের হাতে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্র মারফত খবর আর জি করের ঘটনা আগে এবং পরে একাধিক বার সন্দীপ ঘোষ নিজের শ্যালিকার বাড়িতে থাকতেন ।সেই কারণেই ইডির আধিকারিকরা তার বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে মিলেছে বেশ কিছু ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট। এছাড়া আর কী কী পাওয়া গিয়েছে তা এখন জানা যায়নি।

সোমনাথ এক্সপ্রেসের দুটি বগি লাইনচ্যুত- হতাহতের কোন খবর নেই

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : দেশ জুড়ে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় জেরবার সাধারণ মানুষ। শনিবার ভোরে মধ্যপ্রদেশের জববলপুরে সোমনাথ এক্সপ্রেসের (ট্রেন নম্বর ২২১৯১) দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে ।পশ্চিম মধ্য রেলের সিপিআরও হর্ষিত শ্রীবাস্তব বলেছেন, " ট্রেনটি ইন্দোর থেকে আসছিল। এটি জব্বলপুর রেলস্টেশনের ছয় নম্বর প্লাটফর্মের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়, তবে যাত্রীরা নিরাপদে আছেন। কোনো রকম আহত বা নিহতের খবর নেই। তবে কি কারনে দুর্ঘটনা ঘটলো তা এখনো জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে"। একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় কার্যত যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ মনে করছেন ভারতীয় রেল এখন 'মরণযানে' পরিণত হয়েছে তবু এখনো রেল কর্তৃপক্ষের হুস ফেরেনি। এই দুর্ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঐ ট্রেনের যাত্রীরা। স্টেশন থেকে ছাড়ার পর মাত্র ২০০ মিটার দূরে বিকট আওয়াজ করে, লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। স্টেশন থেকে অল্প কিছু দুর যাবার পরেই এই দুর্ঘটনা ঘটায় ট্রেনের গতি কম ছিল তাই বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা ঘটনা স্থলে আসেন। লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়া বগি দুটো সরিয়ে নিয়ে যাবার কাজ চলছে। দুর্ঘটনার জেরে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলের ওপর প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য দেশের নানা প্রান্তে এই নিয়ে গত এক মাসে ১০টিরও বেশি ট্রেন রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই আবারও রেলের যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।

অবহেলায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগ ভুয়ো, অভিষেকের পোস্টের জবাব দিলেন আরজি করের সুপার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেডিক্যালে বিনা চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগ ভুয়ো। এমনই দাবি করলেন হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ভর্তির সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন রোগী কী কী চিকিৎসা পেয়েছেন তার সমস্ত নথি তাঁর কাছে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, আরজি কর মেডিক্যালে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে কোন্নগরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরেই এই মৃত্যু বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে লেখেন এড়ানো যায় এমন গাফিলতির জেরে কারও মৃত্যু হলে সেই গাফিলতি খুনের সামিল ।সঙ্গে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছেন, আরজি কর মেডিক্যালে কোনও রোগী এলে তিনি বিনা চিকিৎসায় ফিরবেন না ।এদিন সপ্তর্ষিবাবু বলেন, 'আমার কাছে যা খবর আছে সেই অনুসারে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে আমাদের এখানে ভর্তি হয়। তাঁকে অন্য হাসপাতাল থেকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। পলিট্রমা পেশেন্ট ছিল। আমাদের অত্যন্ত দক্ষ অস্থিবিশারদ ও ট্রমা কেয়ারের টিমের সিনিয়র চিকিৎসকরা সঙ্গে সঙ্গে ওনার চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁর ডিজিটাল এক্সরে করা হয়। নিয়ম মেনে যা যা চিকিৎসা পাওয়া উচিত সমস্ত দেওয়া হয়েছে। ওনার মাথায় আঘাত ছিল। এর পর সিটিস্ক্যান করতে গিয়ে ওনার মস্তিষ্কে সমস্যা শুরু হয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা হাসপাতালে তিনি সম্পূর্ণ চিকিৎসা পেয়েছেন। বেলা ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ রোগীর মৃত্যু হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল খবর যে রোগীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। আমার কাছে তাঁর চিকিৎসার সম্পূর্ণ নথি রয়েছে। যেহেতু এটা পুলিশ কেস তাই মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে ।'তিনি বলেন, 'কেউ তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করলে সমস্যা নেই। রোগী ভর্তি হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের কাছে রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসার নথি রয়েছে। শুধু সিনিয়র চিকিৎসকরাই নন, হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগ রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য দিন - রাত কাজ করছেন। আরজি করে কোনও রোগী এলে সে চিকিৎসা পাবে না এটা কখনও হবে না।'

জাতীয় সঙ্গীত নয়, অর্থনীতি নিয়ে ভাবনার আহবান নতুনধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় সঙ্গীত নয়, অর্থনীতি নিয়ে ভাবনার আহবান জানিয়েছেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ। নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদীর সভাপতিত্বে ৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪ টায় বিজয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে উন্নয়নের অর্থনীতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষকবন্ধু আবদুল মান্নান আজাদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিপুন মিস্ত্রী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, জাতীয় শিক্ষাধারার সদস্য ইভা আক্তার, আঁখিনূর টুম্পা প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে মোমিন মেহেদী বলেন, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়' ভুলে গেলে চলবে না, নিজেদের সবটুকু সামর্থ দিয়ে উপদেষ্টাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল করতে। পাশাপাশি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে করে রাজনীতির নামে অপরাজনীতি বন্ধের পাশাপাশি সবরকমের খুন-গুম-অপরাধ থেকে মুক্তি পায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। সেই সাথে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের চিন্তা থেকে সরে এসে দেশে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণেরও আহবান জানান নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী।

রাস্তার উপরে দোকানদারদের সামগ্রী যাতে না রাখে সে নিয়ে সচেতন করছে পুলিশ প্রশাসন

মালদা : নিউজ সারাদিন : বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকায়,পাকুয়াহাট এলাকার যেসব দোকানদার রয়েছে তাদেরকে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দোকানের যাবতীয় জিনিপত্র রাস্তার উপর রাখা হচ্ছে যাচ্ছে রে পূজোর মুখে সাধারণ মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে তাই পুলিশ প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে পাকুয়াহাট এলাকার বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দোকানদারদের অনুরোধ করা হয় যাতে দোকানে যাবতীয় সামগ্রিক রাস্তার উপরে না রেখে রাস্তা ছেড়ে দোকানে যাবতীয় জিনিস রাখা হয়। যার ফলে কোন সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে সমস্যা মুখে পড়তে না হয় ।এদিন উপস্থিত ছিলেন বামনগোলা বিডিও মনোজিৎ রায়, বামনগোলা থানার আইসি,তরুণ কুমার রায় ও বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অশোক সরকার সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। এ বিষয়ে অশোক সরকার বলেন যেভাবে ফুটপাত দখল করে পাকুয়াহাট এলাকায় দোকান চালানো হচ্ছে যার ফলে সাধারণ মানুষের চলো চলো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাই শুক্রবার রাতে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে যৌথ উদ্যোগে পাকুয়াহাট এলাকায় ফুটপাত দখল মুক্ত পড়তে পুলিশ প্রশাসন রাস্তায় নামে যাতে আগামী দুর্গাপূজার মুখে কোন সমস্যা না হয় সাধারণ মানুষের সেদিকে নজর রেখে এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজস্থানে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে,চাঞ্চল্য

হরিশ্চন্দ্রপুর,৭ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : বিজেপি শাসিত রাজ্য রাজস্থানে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ।মৃত শ্রমিকের নাম মতি আলি (৪২) ।তার বাড়ি ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুর গ্রামে ।পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার ।আজ শনিবার রাতে দেহ ফিরবে গ্রামে ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজস্থানে সোনার অলঙ্কার শোরুমে কাজ করতেন তিনি ।গত ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে খাওয়ার সময় বিহার ও উড়িষ্যার সহকর্মীদের সঙ্গে ঝগড়া হয় ।এরপর বিহারের কয়েকজন শ্রমিক ঘরের মধ্যে তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ ।সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ।দুইদিন চিকিৎসা চলার পর শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। মারধরে মতির পেটের নাড়িভুঁড়ি ফেটে গিয়েছিল ।অপারেশনের কয়েকঘন্টা পর সে মারা যায় ।মতি ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। শ্রমিকের মৃত্যুতে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে চরম সমস্যায় পড়লেন স্ত্রী রৌশনা খাতুন।

গাঁজা চাষ শুরু এবার দেশের 'এই' রাজ্যে!

সরকার দিল অনুমতি, আর কোনও বাধা নেই!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে চাষ এতদিন চলত লুকিয়ে, বেআইনিভাবে, এবার সেটাই হবে বৈধভাবে! এ খবর পড়ে আপনারও প্রথমে অবিশ্বাস হতে পারে। ভাবতে পারেন, এমনটা আবার হয় নাকি! তাও ভারতে! এবার এদেশেরই একটি রাজ্যে আইনসম্মত ভাবে গাঁজা চাষ হবে। শুনে একটু অবাক হতে পারেন। তবে এই খবরে কোনও মিথ্যে নেই।জানা গিয়েছে, শাসক এবং বিরোধী, দুই দলের বিধায়করাই সমর্থন জানিয়েছেন ওই প্রস্তাবে। জগৎ সিং বলেছেন, চিকিৎসা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে গাঁজা গাছের ব্যবহার হয়। এই নিয়ে আমরা জেলায় জেলায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রস্তাব পাশ হওয়ার আগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এমনকী জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশের যে মডেল সফল হয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইনিভাবে গাঁজা চাষের ফলে লাভের মুখ দেখা যেতে পারে। সব থেকে বড় কথা, এই চাষে অতিরিক্ত জলের অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে উৎপাদিত গাঁজা যাতে চিকিৎসা এবং শিল্পক্ষেত্র ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার না করা হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখবে সরকার। কারণ এই চাষ কোনওভাবেই মাদকাসক্তিকে উস্কানি দেওয়ার জন্য নয়। তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী।হিমাচল প্রদেশে এবার থেকে বৈধভাবে হবে গাঁজা চাষ।রীতিমতো সরকারি অনুমতি নিয়ে শুরু হবে চাষ। গাঁজা চাষের প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। বিধানসভার এক কমিটি সুপারিশ করেছিল, রাজ্যের কিছু অংশে গাঁজা চাষ করা গেলে তা চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। সেই মতো একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল ওই কমিটি। এর পরই ওই প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় বিধানসভায়।

জানা গিয়েছে, হিমাচল প্রদেশের রাজস্ব মন্ত্রী জগৎ সিংহ নেগির নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি জানিয়েছিল, তাঁদের রাজ্যে এই চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। আর এই চাষের ফলে শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে অনেক। তাই শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। ওই কমিটি রিপোর্টে জানিয়েছিল, গাঁজা চাষে জল লাগে খুব কম। এমনকী, এই গাছের খুব বেশি পরিচর্যারও দরকার পড়ে না। অথচ চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

১-ম পাতার পর

ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ শুনেই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে বাংলাদেশ

কথা বলেছেন। যদিও ভারতীয় সেনা আক্রমণ চালালে ন্যূনতম প্রতিরোধও গড়া যাবে বলে মনে করছেন না সেনা ও বিজিবির শীর্ষ কর্তারা। ভারতীয় সেনা কিংবা আধা সেনার যে প্রশিক্ষণ এবং শারিরীক সক্ষমতা রয়েছে, তার সঙ্গে কোনও ভাবেই পেরে ওঠা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সেনার প্রাক্তন তিন প্রধান। তবে প্রাক্তন সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ ও ইকবাল করিম ভুঁইয়ারা মনে করেন না, ভারতের বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো শত্রু হিসাবে দেখে।জেল থেকে ছাড়া হচ্ছে একের পর এক কুখ্যাত জঙ্গিকে। আর তাতেই ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্ঘাত শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর তাতেই রাতের ঘুম উবেছে বাংলাদেশ সেনার শীর্ষ আধিকারিকদের।সূত্রের খবর, ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশের কথা জানার পরেই সেনা সদর দফতরে পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান। ওই বৈঠকে যশোর, কুমিল্লা, জালালাবাদ, রাজশাহী , রংপুর ও সৈয়দ সেনানিবাসে কর্মরত সেনা আধিকারিক ও সেনা জওয়ানদের যাবতীয় ছুটি বাতিল করে দিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সার্বিয়া থেকে কেনা ৩৬ টি নোরা বি-৫২ ১৫৫মিমি স্বয়ংচালিত কামান, ৪৯টি ডব্লিউএস-২২ মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম এবং ট্যাংক বিধ্বংসী রাশিয়ান মেতিস এম-১ এবং চিনা পিএফ-৯৮ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

জনমত বুঝতে জেলায় অভিষেকের প্রতিনিধি

প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দেবাশিস কুণ্ডুর কটাক্ষ, "মানুষ আর তৃণমূলের সঙ্গে নেই। বিদায়বেলায় এখন আর কোনও সমীক্ষাই কাজে দেবে না।"ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসূন ষড়ঙ্গী মানছেন, "পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা সাম্প্রতিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছেন।'' ঝাড়গ্রামের পুরপ্রধান কবিতা ঘোষও বলছেন, "সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এক প্রতিনিধি এসেছিলেন। সবার সঙ্গে আলাদা করে তিনি কথা বলেছেন।"

এ বার লোকসভার ভোটের ফলাফলের নিরিখে ঝাড়গ্রাম পুর-এলাকায় ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১টিতে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে। আর জি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে অরণ্যশহরের প্রতিবাদী মিছিলে সর্বসাধারণের ভিড়ও জোরদার হচ্ছে। বাড়ছে শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এই আবহেই তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেছেন অভিষেকের প্রতিনিধি এবং তৃণমূলের ভোট পরামর্শদাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা।সূত্রের খবর, গত বুধবার শহরের এক বেসরকারি অতিথিশালায় ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের সব পুরপ্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল। তৃণমূলের ১৭ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ, উপপুরপ্রধান সুখী সরেন, শহর তৃণমূলের সভাপতি তথা পুরপ্রতিনিধি নবু গোয়ালা-সহ ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন অভিষেকের প্রতিনিধি। ওই দিন পুরপ্রতিনিধি তথা যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি আর্য ঘোষ কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের একটি বৈঠকে গিয়েছিলেন। তাই তিনি থাকতে পারেননি।

জানা গিয়েছে, অভিষেকের প্রতিনিধি প্রত্যেক পুরপ্রতিনিধিকে আলাদা করে শহরে শাসকদলের ভোট কমার কারণ জানতে চান। পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান ও শহর সভাপতি কেমন কাজ করছেন তাও জানতে চান। ওই তিন জনের কাছেও আলাদা করে খারাপ ফলের কারণ জানতে চাওয়া হয়। সূত্রের খবর, অভিষেকের প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে বেশিরভাগ পুরপ্রতিনিধি জানান, ২০২২ সালে পুরবোর্ড গঠিত হওয়ার পর এখনও শহরের অধিকাংশ রাস্তা বেহাল, উড়ালপুলের সার্ভিস রাস্তাও উপযুক্ত ভাবে করা যায়নি। পুর পরিষেবা নিয়েও মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে লোকসভার ফলে।

সীমান্ত থেকে ভয়ে পালাবেন না, বিজিবিকে কড়া নির্দেশ বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সীমান্তে ফেলানির মতো হত্যাকাণ্ডে আর দেখতে চাই না। শনিবার বিজিবির দফতরে বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ওই বৈঠকের তিনি বিজিবির উদ্দেশ্যে ওই কথা বলেন।প্রসঙ্গত, গত ১৩ আগস্ট তৎকালীন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন বিজিবির উদ্দেশে বলেছিলেন, বিজিবির মতো একটা বাহিনীকে পিঠ দেখাতে বলেছে সীমান্তে। সীমান্তে আমাদের লোক মারে, বিজিবি পতাকা বৈঠক করতে বাধ্য হয়। আমি বলেছি যে পিঠ দেখাবেন না। এনাফ ইজ এনাফ।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান রোখার মূল দায়িত্ব বিজিবির। সীমান্তে পিঠ প্রদর্শন করবেন না। নিজেদের দায়িত্ব পেশদারিত্বের সঙ্গে পালন করুন। দুর্নীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখতে বিজিবি সদস্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতিকে কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। যারা ঘুষ ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে। বিজিবিকে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নিজেদের উপরে দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীসহ বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং ভিডিও টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজিবির সব রিজিয়ন কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, ব্যাটালিয়ন কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা যোগ দেন।

টিকিট না পেয়ে 'নির্দল' হেভিওয়েট, হরিয়ানার প্রার্থীতালিকায় 'জাত' রাখতে গিয়ে চাপে কংগ্রেসও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'ঘরেলু বিবাদ' এবার ঘিরে ধরল কংগ্রেসকে। এআইসিসি প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতেই কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়ে গেল ক্ষোভ বিক্ষোভ। বস্তুত জাতপাত সমীকরণ বজায় রাখতে গিয়ে বেশ চাপে হাত শিবির। বাহাদুরগড় আসনে দল টিকিট দিয়েছে বিদায়ী বিধায়ক রাজিন্দর সিং জুনকে। ওই কেন্দ্রের আরেক টিকিট প্রত্যাশী রাজেশ জুন সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নির্দল হিসাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বরোদা থেকে টিকিটের দাবিদার ছিলেন কাপুর সিং নারওয়াল। দল তাঁকে টিকিট দেয়নি। তিনিও নির্দল লড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।হরিয়ানার ৯০টি আসনের মধ্যে প্রথম দফায় ৩২টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র সিং হুডা, সদ্য দলে যোগ দেওয়া ভিনেশ ফোগাট, দলের প্রদেশ সভাপতি উদয় ভান। হুডাকে তাঁর পুরনো আসন গারহি-সম্পালা কিলোই থেকে টিকিট দিয়েছে দল। ভিনেশ প্রার্থী হয়েছেন ঝিন্দ জেলার জুলানা কেন্দ্র থেকে। প্রদেশ সভাপতি উদয় ভান প্রার্থী হয়েছেন পলওয়াল জেলার হোদাল কেন্দ্র থেকে।

রাহুল গান্ধী বরাবর জাতিগত সমীকরণের কথা বলেন। জাতগণনার কথা বলেন, সেই সমীকরণ বজায় রাখার জন্য ৩২ জনের প্রথম তালিকায় ৯ জাঠ, ৯ দলিত, ৭ ওবিসি এবং ৩ মুসলিম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। রয়েছেন দু'জন ব্রাহ্মণ, এক শিখ এবং এক পঞ্জাবি হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রার্থী। সমস্যা হল এত সমীকরণ বজায় রাখতে গিয়ে দলের বহু প্রভাবশালী নেতাকে টিকিট দেওয়া যায়নি। যার ফল ভুগতে হচ্ছে হাত শিবিরকে। প্রার্থীতালিকা ঘোষিত হতেই একের পর এক নেতা দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন।

সন্দীপ ঘোষের আরো কিছু সম্পত্তির হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিলাসবহুল বাংলোই নয়, সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটায় আরো ফ্ল্যাট এবং নিউ টাউনে 'ঘোষ ভিলা'র হদিস পেয়েছে ইডি। বেলেঘাটায় যে চার তলা বাড়িতে সন্দীপ ঘোষ থাকতেন সেই বাড়ির অনতি দূরে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের কাছে আরো দুটি ফ্ল্যাটের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে গ্যারেজ ও ঝাঁ চকচকে একটি গাড়ি রয়েছে বলে জানা গেছে। ওই দুই ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকাররা নিশ্চিত করেছেন যে ওই ফ্লাট দুটো

এরপর ৪ পাতায়

আর কটাক্ষ হজম নয়,

আরজি কর কাণ্ডে এবার জবাব দেবে তৃণমূল! চলে এল নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখী লড়াইয়ের রাস্তায় এবার তৃণমূল কংগ্রেস। এলাকায় প্রচার, সভা, জনসংযোগের পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও রাজনৈতিক জবাব দিতে চায় শাসক দল। আরজি কর ইস্যুতে বিরোধীরা প্রতিদিন রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে।তৃণমূলের অন্দরে আলোচনায় উঠে এসেছে, নেতা-নেত্রীদের চুপ থাকার বিষয়টি।সাংসদ ও বিধায়ক উভয়কেই নিজ নিজ এলাকায় রোজ প্রচার, জনসংযোগ করতে বলা হয়েছে। শুধু বিরোধীরা যা বলছে তার পাল্টা প্রচার নয়। সরকার মহিলা নিরাপত্তায় কি কাজ করেছে? আর জি কর নিয়ে সরকারের ও দলের অবস্থান কি? সবটাই প্রচারে নির্দেশ। ঘরে বসে থাকার সময় নয়, জনপ্রতিনিধি বা সংগঠন পদাধিকারীদের বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। দলের কর্মসূচীর পাশাপাশি নেতাদের নিজেদের উদ্যোগী হবার বার্তা। যদিও বিরোধীদের পালটা কটাক্ষ, রাজ্যের শাসক দলের নেতারা জনমত হারাচ্ছেন বুঝতে পেরেই ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার ২২ ভাদ্র, ১৪৩১

৩ পাতার পর

আর কটাক্ষ হজম নয়, আরজি কর কাণ্ডে এবার জবাব দেবে তৃণমূল! চলে এল নির্দেশ

দলের অন্দরে আলোচনা, এতে সুযোগ পেয়েছে বিরোধীরা। জেলার একাধিক জায়গায় গ্রামে গিয়ে কথা বলা, রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করা, বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন সাংসদ-বিধায়করা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে জোর এসেছে। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া পারফরম্যান্স নিয়ে নিজের ক্ষোভ লুকিয়ে রাখেননি মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২৮ অগাস্টের মঞ্চ থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি।

এবার বিরোধীদের পালটা জবাব সোশ্যাল মিডিয়াতেও রাখছে তৃণমূল।সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ এক ইঞ্চি জমি ছাড়া যাবে না।এরপরেই দুই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে জোর বাড়াচ্ছে শাসক দল।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝাঁকুনিতে নড়াচড়া শুরু শাসক দলের। আরজি কর ইস্যুতে বিরোধীরা লাগাতার আক্রমণ শানালেও কার্যত নিশ্চুপ ছিল শাসক শিবির।প্রতিদিন বাছাই করা কয়েকজন নেতা বিরোধীতার কথা বললেও, রাস্তায় নেমে পাল্টা বিরোধীতা সে অর্থে চোখে পড়েনি। এবার নিজ নিজ এলাকায় বিরোধীদের পাল্টা প্রচারের রাস্তা শুরু করছে তৃণমূল। গ্রামাঞ্চলে এই দায়িত্ব সামলাবে মুলত মহিলা সংগঠন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিরোধীরা ভুল বোঝাচ্ছে সেই বার্তা দেওয়ার কাজ শুরু হবে, তেমনটাই জানা গিয়েছে তৃণমূল সূত্রে।

সাংসদ ও বিধায়ক উভয়কেই নিজ নিজ এলাকায় রোজ প্রচার, জনসংযোগ করতে বলা হয়েছে। শুধু বিরোধীরা যা বলছে তার পাল্টা প্রচার নয়। সরকার মহিলা নিরাপত্তায় কি কাজ করেছে? আর জি কর নিয়ে সরকারের ও দলের অবস্থান কি? সবটাই প্রচারে নির্দেশ।

সম্পাদকীয়

শুভেন্দুকে রামধাক্কা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, বঙ্গে নয় রাষ্ট্রপতি শাসন

মামার বাড়ির আবদার জুড়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। বাংলায় নাকি আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, মানুষ নাকি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চাইছেনই না। তাই বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নাকি এমনটাই দাবি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

একই সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপির কাছে এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, বিজেপি বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চায় না। বাংলায় পরিবর্তন আনতে গেলে বঙ্গ বিজেপির নেতাকর্মীদের দলকে আন্দোলনমুখী করে তুলতে হবে। কেন্দ্র রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে, আর তার সুবিধা নেবে বঙ্গ বিজেপি সেটা চলবে না। কেন্দ্রের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি চালানো যাবে না। একা ইন্দিরা গান্ধিই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪৮ বার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিলেন। বিজেপি সেই পথে হাঁটতে রাজি নয়। তাই শুভেন্দু অধিকারী হোক কী অন্য কেউই হোক, মামার বাড়ির আবদার মনে করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি করলে তা দিল্লির লাড্ডুর মতো হাতে তুলে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হলে সহানুভূতির হাওয়া বইবে মমতার পক্ষে। যা তাঁর দল কাজে লাগাবে ভোটে। তাই অহেতুক রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে মমতাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী নন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।কিন্তু তাঁর সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে পদ্ম নেতৃত্ব। অন্তত বঙ্গ বিজেপি সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। যে শুভেন্দুর কথাতেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলাকে দেখে এসেছে, শুনে এসেছে, সেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই এবার শুভেন্দুর প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দিতে বিন্দুমাত্র সময় নিচ্ছে না। লোকসভা নির্বাচনের পরে বঙ্গ বিজেপিতে শুভেন্দুর এই গুরুত্ব হ্রাস রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন একথা বিন্দুমাত্র অস্বীকার করার জায়গা নেই।জানা গিয়েছে, আর জি কর-কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়েছিলেন শিশির পুত্র। কিন্তু কোনও ভাবেই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পক্ষপাতী নয় কেন্দ্র সরকার। কেননা সেক্ষেত্রে তাঁদের ও সামগ্রিক ভাবে বিজেপিরই মুখ পুড়বে। বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে সর্বাগ্রে তার আইনি বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠবে। যাতে কেন্দ্রের হেরে যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে এক দিকে যেমন বিজেপির মুখ পুড়বে, তেমনি 'শহিদের' মর্যাদা পেয়ে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে যার ফায়দা ঘরে তুলবে তৃণমূল। তাই বাংলায় কোনও ভাবেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পক্ষপাতী নয় কেন্দ্র। একই সঙ্গে কেন্দ্র সরকার এটাও মনে করছে যে, আর জি কর-কাণ্ড ঘিরে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ সেই আন্দোলন বিপথগামীও হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে আন্দোলনকারীদের ওপর। একই সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক ভাবে অবনতি হয়েছে, এ কথা বলা কঠিন।রাজ্যে বড় কোনও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি। রাজ্যবাসীর একাংশ শাসক শিবিরের ওপরে ক্ষুব্ধ হলেও সরকারের পক্ষে এখনও যথেষ্ট সংখ্যক বিধায়ক রয়েছেন। ফলে সরকার পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

অসহ্য জ্বালা দেখে মহাদেব কাতর হন। মায়ের সারা শরীরে একশো আটটি স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। মহাদেব তাঁকে দেবীদহে স্নান করতে বললেন সেই জ্বালা জুড়ানোর জন্য। দেবীদহে মায়ের অবতরণে একশো সাতটি ক্ষত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল একশো সাতটি পদ্মের। মহাদেব দুর্গার এই জ্বালা সহ্য করতে না পারায় তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু নিক্ষিপ্ত হয় মায়ের একশো আটতম ক্ষতের ওপর। দেবীদহে স্নানকালে সেই অশ্রুসিক্ত ক্ষতটির থেকে যে পদ্মটি জন্ম নিয়েছিল সেটি মা নিজে হরণ করেছিলেন। কারণ স্বামীর অশ্রুসিক্ত পদ্মফুলটি কেমন করে তিনি চরণে নেবেন। এখানে পুজোর মূল তত্ত্ব কথা নয় ,স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী পূজা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুমারী মেয়েদের কে দুর্গা রূপে পূজা করা যায়।কুমারী পুজো কি? কেন বা আমরাই এই পূজাকে আজও করি ,সেই ইতিহাস আজ আমি আমার কলমে তুলে ধরে এই লেখাটি শেষ করতে চাই।আনুমানিক ৪৪৫০ বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে দুর্যোধনের সৈন্য যুদ্ধের জন্য সমরাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে দেখে যুদ্ধবিজয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ রথে বসে ভদ্রকালীর বন্দনার উপদেশ দিলেন অর্জুনকে। মহাবাহু অর্জুন যুদ্ধরথ থেকে নামলেন সমরাঙ্গনে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বন্দনা করলেন, "সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি।।

ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার।।"

(মহাভারতস্, ভীষ্মপর্ব, ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা - ১৮৫)

মহাভারতে অর্জুনের ভদ্রকালীর বন্দনার কথা যেমন আছে, তেমনই উল্লেখ আছে অর্জুনের কুমারী পুজোর কথা। সুতরাং কুমারী পুজোর প্রচলন মহাভারতীয় যুগ থেকে শুরু করে আজও ভারতের নানা প্রান্তের মঠমন্দিরে, এমনকি কামাখ্যা ও নেপালেও এই পুজো হয়ে আসছে মহাসমারোহে। এদেশে মন্দির নির্মাণ করে দেবী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

সন্দীপ ঘোষের আরো কিছু সম্পত্তির হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

সন্দীপ ঘোষেরই। জানা গেছে যদিও এই ফ্ল্যাট দুটিতে সন্দীপ ঘোষের তেমন যাতায়াত ছিল না। তাই দীর্ঘদিন ধরে ফ্ল্যাট দুটি বন্ধ ছিল। শুধুমাত্র দুটো ফ্লাটি নয় কলকাতার নিউটাউনে নোয়াপাড়া মল্লিক বাগান হাতিয়াড়া এলাকায় 'ঘোষ ভিলা' নামে বিলাসবহুল একটি নতুন তিনতলা বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেছে। এই বাড়িতেই সন্দীপ ঘোষের মা বাবা থাকতেন।

বেলেঘাটা ফ্লাটের কেয়ারটেকার সাংবাদিকদের জানান কয়েক মাস আগে এই গাড়িটি সন্দীপ ঘোষ কেনেন। তিনি মাঝে মধ্যে ওই গাড়িতে চড়তেন। আর গাড়িটি ফ্ল্যাটের গ্যারেজেই থাকতো। আরজি কর হাসপাতালে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বেশ কিছু ব্যাচ পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, কিছু আড়াল করতেই কি ফ্ল্যাট দুটিতে নিজের কোন নাম কিংবা পরিচয় তিনি রাখেননি? কারণ ক্যানিংয়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে নাম লেখা থাকলেও এই ফ্ল্যাট দুটোর নেমপ্লেটে নাম লেখা ছিল না।

শুক্রবার সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়ি সহ একাধিক আত্মীয়ের বাড়িতে

ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছিলেন। দীর্ঘ তল্লাশির পর প্রসুন চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ব্যক্তিকে ইডি আটক করেছে। ইডির আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন আরজিকর মেডিকেল কলেজের আর্থিক দুর্নীতির অর্থ কোথায় কোথায় গেছে। এর পাশাপাশি দেখা হচ্ছে সন্দীপ ঘোষের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপুল এই সম্পত্তি কেনা হয়েছে কিনা।

অন্যদিকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার সন্দীপ ঘোষকে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল শোকজ করে। এরফলে আরো বিপাকে পড়ে যান সন্দীপ ঘোষ। গত শুক্রবার মেডিকেল কাউন্সিলের তরফ থেকে সন্দীপ ঘোষকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, আগামী তিন দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পেলে ডাক্তার সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে। যদিও এর আগে স্বাস্থ্য দপ্তর সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন করেছিল।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এরপর মনসা তাঁর সহচরী নেতার সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন মানব ভক্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে লোকেরা তাঁকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে, তাদের চরম দুরবস্থা সৃষ্টি করে তাদের পূজা আদায় করেন মনসা। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পূজা লাভে সক্ষম হন। এমনকি মুসলমান শাসক হাসানও তাঁর পূজা করেন। কিন্তু শিব ও চণ্ডীর পরমভক্ত চাঁদ সদাগর তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করেন।আজকের সমাজের কেউ যদি নিজেকে সত্য এবং মিথ্যার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। **ক্রমশঃ**

কেন মোদিকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের লোকসভার বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে প্রথম বিদেশ সফর রাহুল গান্ধীর। সেই সফরের মধ্যেও নরেন্দ্র মোদী এবং গৌতম আদানির যোগাযোগ নিয়ে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী।

সম্প্রতি ঋণ শোধ করতে না পেরে নিজেদের দেউলিয়া বলে দাবি করা ১০টি সংস্থার প্রায় ৬২,০০০ হাজার কোটি রুপির বকেয়া ঋণ মাত্র ১৬,০০০ কোটি টাকায় রফা করেছে ঋণদাতা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। অর্থাৎ সংস্থাগুলিকে আর বাকি ৪৬ হাজার কোটি টাকা শোধ করতে হবে না। এই ১০টি সংস্থাকেই কিনে নিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত গৌতম আদানির আদানি গোষ্ঠী। এই তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পরেই প্রতিবাদে সরব হয় ব্যাঙ্কের কর্মী ইউনিয়নগুলি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ রাহুল বলেছেন, 'আপনারা মোদীজির জাদুর কারসাজির কথা শুনেছেন? চোখের পলকে পরিশ্রমের আয়ের টাকা, কষ্ট করে জমানো সঞ্চয় সব আদানি গোষ্ঠীর মুনাফা ও সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। আপনি টাকা জমিয়ে ব্যাঙ্কে রাখবেন। সেই টাকা ব্যাঙ্ক বড় বড় সংস্থাকে ধার দেবে। কখনও তারা ধার শোধ করতে পারবে না। সাধারণত ব্যাঙ্ক টাকা আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু মোদীজির জাদু হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো ১০টি সংস্থাকে ৬১,৮৩২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। এক ধাক্কায় মোদীজি নিশ্চিত করলেন যাতে আদানি গোষ্ঠীর কিনে নেওয়া এই সংস্থাগুলির ১৬ হাজার কোটি টাকা শোধ করলেই হবে। অর্থাৎ ঋণ মকুব করে দেওয়া হল। এই সব সংস্থার কাছে বন্দর, বিদ্যুৎ প্রকল্প, মুম্বাইয়ের খাস এলাকায় সম্পত্তি রয়েছে। সহজ কথায় সাধারণ মানুষের ৪৬ হাজার কোটি টাকা যা ব্যাঙ্কে রাখা ছিল, তা আদানি গোষ্ঠীকে উপহার দেওয়া হল।'

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাহুল লন্ডন রওনা হয়েছেন। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দেবেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

দাম্পত্যের দূরত্বে অভিনয় থেকে দূরে ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের দীর্ঘ দিনের বৈবাহিক জীবনে নাকি চিড় ধরেছে। যদিও এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি তারকা দম্পতি। তবে অনুরাগীদের মধ্যে জল্পনা চলছে। দাম্পত্যে দূরত্বের কারণ সংসারে মন দিতে গিয়ে নাকি অভিনয় জগৎ থেকে দূরে সরতে হয়েছে ঐশ্বরিয়কে। সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। কিন্তু এই প্রসঙ্গ নতুন নয়। এক সময় এক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয়েছিল সাবেক বিশ্বসুন্দরীকে।

সংসারে মন দিতে গিয়ে কি অভিনয় থেকে তিনি দূরেই সরে যাবেন? সেই সময় সদ্য বিয়ে হয়েছে ঐশ্বরিয়ার। সেই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, তিনি সন্তানধারণের অপেক্ষা করছেন। কারণ তিনি মাতৃত্ব উপভোগ করতে চান। কিন্তু পাশাপাশি ঐশ্বরিয়া এও জানিয়েছিলেন, পরিবার বা সংসারের জন্য কখনই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান না তিনি। বিয়ের পরেও বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন ঐশ্বরিয়া।

'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবিতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নিয়েও আলোচনা হয় বিস্তর। তবে সেই ছবির প্রশংসা করেছিলেন অভিষেক নিজেই। তার সঙ্গে অভিষেক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, মা হিসেবেও ঐশ্বরিয়া খুবই ভালো। অভিনেত্রীর সঙ্গে পর্দায় ফের জুটি বাঁধতে ইচ্ছুক বলেও জানান তিনি।

'গুরু' ছবিতে অভিনয় করার সময় অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার প্রেম শুরু। ২০০৭ সালে বিয়ে করেন তারা। বর্তমানে তারা এক কন্যা সন্তানের মা-বাবা। আরাধ্যার জন্মের পর অভিনয় জগৎ থেকে ঐশ্বরিয়া নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়েছেন।

অভিষেকের আঙুলে নেই বিয়ের আংটি, আবারও সংসার ভাঙার গুঞ্জন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের দাম্পত্য নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। গত কয়েক মাস ধরে নাগাড়ে চলেছে গুঞ্জন। শোনা যাচ্ছে, ১৭ বছরের দাম্পত্যে নাকি ছেদ পড়তে চলেছে। অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে দম্পতি একসঙ্গে প্রবেশ না করায় সেই জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়। তারপর কখনও বিয়ের আংটি খুলে রেখে জল্পনা বাড়িয়েছেন। আবার কখনও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত পোস্টে লাইক দিয়েছেন। এই সবের মাঝে অবশ্য এক অনুষ্ঠানে অভিষেক নিজের বিয়ের আংটি দেখিয়ে জানান, তাদের মধ্যে সব ঠিক আছে। তবে এ সবের মাঝেই ফের অন্য রূপে অভিষেক। আঙুলে বিয়ের আংটি ছাড়াই প্রকাশ্যে আসেন। তার পর থেকেই ঐশ্বর্যা-অভিষেকের বিচ্ছেদের জল্পনা আবারও আলোচনার কেন্দ্রে।

কিছু দিন আগে মেয়ে ও স্ত্রীর সঙ্গে দুবাইয়ে কয়েক দিন কাটিয়ে এসেছেন অভিষেক। সেখানে যে কয়েকটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে সব ছবিতেই মেয়ে আরাধ্যার হাতে ধরে রয়েছেন ঐশ্বরিয়া। কখনও মেয়ের হাত ধরে বেড়াচ্ছেন তিনি। যদিও স্ত্রী ও মেয়ের থেকে খানিক তফাতেই যেন অভিষেক। মুম্বাই ফিরতেই আলোকচিত্রীরা ক্যামেরান্দি করলেন অভিষেককে। অনেকটা সকালেই বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। একটি কাজের বিষয়ে কথা বলতে আসেন, সেখানেই অভিষেকের অনামিকায় বিয়ের আংটি দেখতে না পেয়েই নতুন করে শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

দিন কয়েক আগেই ঐশ্বরিয়ায় সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'এই নিয়ে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার বহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি, এটা কেন হয়। আপনাদের প্রতিবেদন লিখতে হয়। ঠিক আছে। আমার তাতে অসুবিধা নেই। আমরা 'সেলিব্রিটি'। 'সেলিব্রিটি' তকমা থাকলে এই বিষয়গুলিও থাকবেই।'

বিয়ে না হওয়ার কারণ জানালেন কঙ্গনা রনৌত

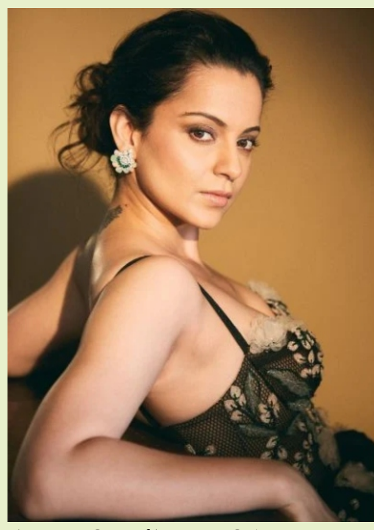

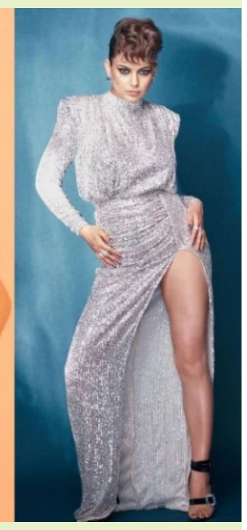

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম বিতর্কিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত, যার আচরণ নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হয়। বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খান থেকে শুরু করে রাজনীতির ময়দানে রাহুল গান্ধী কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে ছাড় দেন না তিনি। তবে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের খেলা কম হয়নি। বিভিন্ন সময় বিবাহিত-অবিবাহিত প্রেমিকদের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কেও ছিলেন তিনি। কিন্তু কোনো সম্পর্কই শেষ পর্যন্ত বিয়েতে গড়ায়নি।

বয়স এখন ৩৮। ফলে বিয়ে না হওয়ার বিষয়ে প্রায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হন কঙ্গনা। সম্প্রতি এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা জানান, তাকে ঘিরে নেতিবাচক প্রচারণার কারণেই তিনি বিয়ে করতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, বিয়ে নিয়ে আমার মতামত খুব ভালো। আমি মনে করি সবারই একজন সঙ্গী থাকা উচিত।

কঙ্গনা আরো বলেন, আমার মনে হয় বাচ্চা নেয়ার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে এতটাই কুখ্যাত করা হয়েছে যে আমি বিয়ে করতে পারছি না। আমার বিরুদ্ধে এত বেশি মামলা রয়েছে যে যখনই আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই, তখনই আমার বাড়িতে পুলিশ আসে বা সমন পাঠানো হয়। একবার তলব করা দেখে আমার হবু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পালিয়ে যায়!

কঙ্গনার এই মন্তব্য যেমন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তেমনি তার আসন্ন সিনেমা 'ইমার্জেন্সি' নিয়ে উত্তেজনাও কম নেই। ইতোমধ্যেই সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু শিখ সম্প্রদায়ের অভিযোগের কারণে ছবিটির মুক্তি আটকে দিয়েছে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড। তাদের দাবি, সিনেমাটিতে শিখদের অপমান করা হয়েছে, যা তারা মেনে নিতে পারেনি।

পাঁজরের চোট সত্ত্বেও শুটিং শুরু করলেন ভাইজান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি 'সিকান্দার' ছবির শুটিংয়ের সময়ে সেটেই বুকের পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন সালমান খান। সাময়িক বিরতির পর সোমবার (২ সেপ্টেম্বর) এআর মুরুগাদস পরিচালিত ছবির শুটিং শুরু করলেন তিনি।

সালমান যে চোট পেয়েছেন, প্রথমে সে খবর নির্মাতারা আড়ালেই রেখেছিলেন। তারপর একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যোগ দেন ভাইজান। সেখানে নিজের আসন ছেড়ে উঠতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। সামাজিকমাধ্যমে অনেকেই দাবি করেন, অভিনেতার বয়স বাড়ছে। কিন্তু নেপথ্যে ছিল বুকের পাঁজরের চোট।

জুন মাসে মুম্বাইয়ে শুরু হয় 'সিকান্দার'-এর শুটিং। ৪৫ দিনের শিডিউলে মূলত অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করবেন সালমান। মুম্বাইয়ে সেট তৈরি করতেই প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালা খরচ করেছেন ১৫ কোটি টাকা। শেষে ইউনিট পাড়ি দেবে হায়দরাবাদে। সূত্রের খবর, চোট নিয়েই শুটিং শুরু করলেও ফ্লোরে অভিনেতার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিশেষ একটি দলও।

ছবিতে সালমান ছাড়াও রয়েছেন রশ্মিকা মান্দানা, প্রতীক বাব্বার এবং দক্ষিণী অভিনেতা সত্যরাজ। হায়দরাবাদে শুটিংয়ের জন্য একটি প্রাসাদের সন্ধানে রয়েছেন নির্মাতারা। ছবির পরবর্তী শিডিউলের শুটিং শুরু হবে আগামী নভেম্বর মাসে।

বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মজাকারীদের উদ্দেশে যা বললেন শ্রীলেখা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন টালিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে দেয়া একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন তিনি।

'অনির্বাণ স্পিকস' নামক এক আইডি থেকে বন্যাসংক্রান্ত ওই পোস্টে লেখা ছিল- 'বাংলাদেশকে বার্তা দিন বন্ধুরা। আবালবৃদ্ধবনিতা জলে ডুবে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, জনপদ জলের তলায়। ফের কবে ডাঙ্গা দেখা যাবে সেই অপেক্ষায় অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি শিবিরে সকলে বসে আছেন। সদ্যজাতের কান্না আর প্রবীণের হাহুতাশকে একটু জড়িয়ে ধরুন প্লিজ। নদীমাতৃক বাংলায় স্থলভূমি দেখা যাচ্ছে না, পর্যাপ্ত রসদ নেই। জল বাড়ছে আরো। আমি জানি বাংলাদেশ এই সমস্ত দুরূহ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে হৈহৈ আনন্দে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন প্রকৃতির সঙ্গে অসম যুদ্ধে ওদের লড়াকু মনোভাবে আলো জ্বেলে দিন। আমাদের মেয়ের জন্য সুবিচার চেয়েছে ওরা, ওদের প্রতি আমাদেরও তো দায় আছে। সেকথা ভুলে যাব আমরা?'

শুক্রবার (২৩ আগস্ট) নিজের ফেসবুকে পোস্টটি শেয়ার করে শ্রীলেখা লেখেন- 'বাংলাদেশ'। পাশে একটি লাভ ইমোজি দেন অভিনেত্রী। তবে শ্রীলেখার পোস্ট ঘিরে নেটিজেনরা যেমন ব্যথিত হয়েছেন, তেমনই বড় একটি অংশ 'হাহা' প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আর এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। জবাবে তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি দেখে এদের হাসি পেয়েছে। কর্ম ভাই মনে রেখ, তোমার প্রয়োজনেও কাউকে পাশে পাবে না।'

উল্লেখ্য, টালিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র বরাবরই আলোচনায় থাকেন। তার ঠোঁটকাটা স্বভাবের কারণে ক্যারিয়ার, ব্যক্তিজীবন এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেই মূলত চর্চায় থাকেন তিনি।

লম্বা সময়ের জন্য
ছিটকে গেলেন রিয়াল মিডফিল্ডার

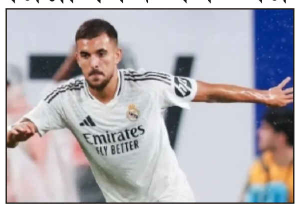

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাঠে সময়টা খুব একটা ভালো কাটছেনা রিয়াল মাদ্রিদের।নতুন মৌসুমে প্রথম চার মাচের দুটিতেই জয়হীন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা এবার মাঠের বাইরেও পেল দুঃসংবাদ। আগামী দুইমাস দানি সেবাইয়োসকে মাঠে পাবেনা রিয়াল। অ্যাঙ্কেলের লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন রেয়াল মাদ্রিদের এই মিডফিল্ডার।

চলতি মৌসুমে রেয়ালের খেলা পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে সুযোগ পান সেবাইয়োস। আতালান্তার বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচে তাকে মোটে এক মিনিট খেলান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। পরে লা লিগায় রেয়াল ভাইয়াদলিদ ম্যাচে সুযোগ পান পাঁচ মিনিট খেলার। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছিল রেয়াল।

সবশেষ রেয়াল বেতিসের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা রোববারের ম্যাচে সেবাইয়োসকে শুরুর একাদশে রাখেন আনচেলত্তি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ৬৫তম মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রেয়াল সোমবার জানায়, ডান পায়ের অ্যাঙ্কেল মচকে গেছে ২৮ বছর বয়সী সেবাইয়োসের। লিগামেন্টেও চোট পেয়েছেন তিনি।

তার সেরে উঠতে কতদিন সময় লাগতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি রিয়াল। তবে স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে সেবাইয়োসকে।

১৮ বছরের মধ্যে দ্রুততম
বিদায় জোকোভিচের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের স্বপ্নে ফের ধাক্কা খেলেন নোভাক জোকোভিচ। ইউএস ওপেনে ছেলেদের এককে তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন সার্বিয়ান এই কিংবদন্তি। অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সেই পপিরিনের কাছে হেরে ১৮ বছরে ইউএস ওপেনে আগেভাগে বিদায়ের নজির গড়লেন তিনি।

এই টুর্নামেন্টের চারবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ কোনো ধরনের প্রতিরোধই গড়তে পারেননি। পপিরিনের কাছে ৬-৪, ৬-৪, ২-৬, ৬-৪ গেমে হারেন জোকোভিচ।

১৪টি ডাবল ফল্টস করেন সার্বিয়ান এই তারকা। এ ছাড়া ৪৯টি আনফোর্সড এররও ছিল। এই বিদায়ে ২০১৭ সালের পর কোনো গ্র্যান্ডস্যাম ছাড়াই মৌসুম শেষ করতে হচ্ছে তাকে। তবে হতাশার বছরে একমাত্র সান্ত্বনা আগস্টে প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ জয়।

হারের পর জোকোভিচের ভাষ্য, 'টুর্নামেন্টের শুরু থেকে যেভাবে খেলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছি, সেটা সফলতাই। এটি নিজের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে টেনিস খেলাগুলোর একটি।'

অন্যদিকে পপিরিন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সর্বকালের সেরা একজনকে হারিয়ে গ্রবিদায় জোকোভিচেরয়ান্ড স্ল্যামের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছানো মানে অবিশ্বাস্য।'

সালাহর শেষের ঝলক, এমবাপের শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরুটা ভালোই কাটছে লিভারপুলের। টানা ম্যাচ জিতে শতভাগ সাফল্য তুলে নিয়েছে আর্নে সম্লটের দল। রোববার ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিভারপুল। ঘরের মাঠে বলের দখলে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ জিততে পারেনি। অন্যদিকে মোহামেদ সালাহ'র নৈপুণ্যে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়েই ফিরেছে অলরেডরা। স্কোয়াডের শক্তির বিচারে প্রতিপক্ষকে আগে থেকেই এগিয়ে রাখছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ। মাঠের লড়াইয়ে পার্থক্যটা যেন আরও ফুটে উঠল আক্রমণভাগে বিশেষ করে ফিনিশিংয়ের সক্ষমতায়। সেখানে শতভাগ সাফল্যে প্রতিপক্ষকে একরকম উড়িয়েই দিল লিভারপুল। নিজে গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন সালাহ। লুইস দিয়াজের জোড়া গোলের পর ব্যবধান বাড়ান এই মিশরীয় ফরোয়ার্ড। ৩৫ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন লুইস দিয়াজ। এরপর ৪৫ মিনিটে তার গোলেই ২-০ তে লিড পায় লিভারপুল। দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেছেন মোহামেদ সালাহ। নিজের গোলটি করেছেন ৫৬ মিনিটে। এবারের লিগে তিন ম্যাচেই একটি করে গোল করলেন সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে এই নিয়ে সরাসরি ১৮ গোলে অবদান রাখলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। অসাধারণ এই জয়ের পর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, আগামী মৌসুমে এই ঠিকানায় তাকে নাও দেখা যেতে পারে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দাপুটে এই জয়ের পর স্কাই স্পোর্টসকে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনা জানান মিশরের স্ট্রাইকার। 'খুব ভালো একটা গ্রীষ্ম কেটেছে আমার, লম্বা একটা সময় ধরে নিজেকে নিয়ে এবং ইতিবাচকভাবে ভাবতে পেরেছি। আপনারা জানেন, এই ক্লাবে এটাই আমার শেষ বছর।' 'আমি শুধু সময়টা উপভোগ করতে চাই।' পরক্ষণেই ৩২ বছর বয়সী সালাহর কথায় যেন একটু অভিমানের ছোঁয়াও ফুটে উঠল। "ক্লাবের কেউ এখনও আমার সঙ্গে চুক্তি নিয়ে কথা বলেনি। তাহলে ঠিক আছে, আমি এখানে আমার শেষ মৌসুম খেলব এবং মৌসুম শেষে দেখা যাবে, কী হয়। বিষয়টা আমার ওপর নির্ভর করছে না।"

এবারের লিগে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জালের দেখা পেয়েছেন সালাহ। তার দলও জিতেছে সবগুলো ম্যাচ। ২০১৭ সালে রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর দলটির হয়ে ৩৫২ ম্যাচ খেলে ২১৪টি গোল করেছেন সালাহ, অ্যাসিস্ট করেছেন ৯২টি। একটি করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগসহ জিতেছেন আরও কয়েকটি শিরোপা। সুত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, সৌদি প্রো লিগের কয়েকটি ক্লাব সালাহকে পেতে আগ্রহী। তবে, এ নিয়ে বেশি কিছু জানায়নি সংবাদমাধ্যমটি। আসরে এই নিয়ে তিন ম্যাচের সবগুলোই জিতল লিভারপুল। ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দুইয়ে আছে তারা। সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি। জয় দিয়ে আসর শুরুর পর ইউনাইটেড হারল টানা দুই ম্যাচ। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে ১৪ নম্বরে। এদিকে, এমবাপ্পের জোড়া গোলে জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় যোগ দেয়ার পর সময়টা ভালো যাচ্ছিলোনা কিলিয়ান এমবাপ্পের। গোল না পাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন ফরাসী এই ফরোয়ার্ড। রিয়াল বেটিসের বিপক্ষের ম্যাচে বেশকটি সুযোগ হাতছাড়া করার পর জালের দেখা পেলেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। তার জোড়া গোলের দিনে জয়ের পথে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার রাতে লিগে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে রিয়াল বেটিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে এমবাপ্পের দল। অভিষেক ম্যাচে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপার লড়াইয়ে গোল করে রিয়াল অধ্যায়ের দারুণ শুরু করেছিলেন এমবাপ্পে। তবে লিগের প্রথম তিন ম্যাচে দেখা যায়নি তার চেনা রূপ। গোল ক্ষরায় ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে ঘুচল অপেক্ষা। খেলার ২৪ মিনিটে তার কোনাকুনি শট অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৪০ মিনিটে পাওয়া সুযোগটাও কাজে লাগাতে পারেননি এমবাপ্পে। অবশেষে বিরতির পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ৬৭ মিনিটে ফেদেরিকো ভালভার্দের পাসে দারুন শটে রিয়াল বেটিস গোলকিপারকে পরাস্ত করেন এমবাপ্পে। আট মিনিট পর ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে বেটিসের গোলকিপার ফাউল করলে পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পট কিকে ব্যবধান বাড়াতে সমস্যা হয়নি এমবাপ্পের। পরের সময়টাতে আর ঘুরে দাড়াতে পারেনি রিয়াল বেটিস। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পে বললেন, লা লিগায় প্রথম গোল, সেটিও তার স্বপ্নের মাঠে, মুহূর্তটি তার মনে থাকবে। তবে নিজের গোলের চেয়ে দলের জয়ই বেশি তৃপ্তি দিয়েছে তাকে।ওদারুণ মুহূর্ত এটি। বিশ্বের সেরা স্টেডিয়ামে, এই কল্পনার রাজ্যে গোল করতে মুখিয়ে ছিলাম আমি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দলের জয়। প্রথম তিন ম্যাচে গোল করতে না পারা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার। তবে ঠিক আছে, এরকম হতে পারে। সতীর্থদের ভরসা ছিল আমার ওপর।' 'এখানে আসার পর থেকেই খুশি আছি। তিন ম্যাচে গোল করতে না পারার পরও এখানে লোকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। অনেকের কাছে হয়তো এসবের তত মূল্য নেই, তবে আমার কাছে তা অনেক কিছু। এই সময়টায় ক্লাব, সতীর্থরা, সমর্থকরা সবাই পাশে ছিল। এই ক্লাবের হয়ে গোল করার বিশ্বাস জুগিয়েছে আমাকে।' ৪ ম্যাচে দুই জয় আর দুই ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে পরের দুটি স্থানে আটলেটিকো মাদ্রিদ ও ভিয়ারিয়াল। প্রথম চার ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

জয়ের পর রিয়াল শিবিরে দুঃসংবাদ

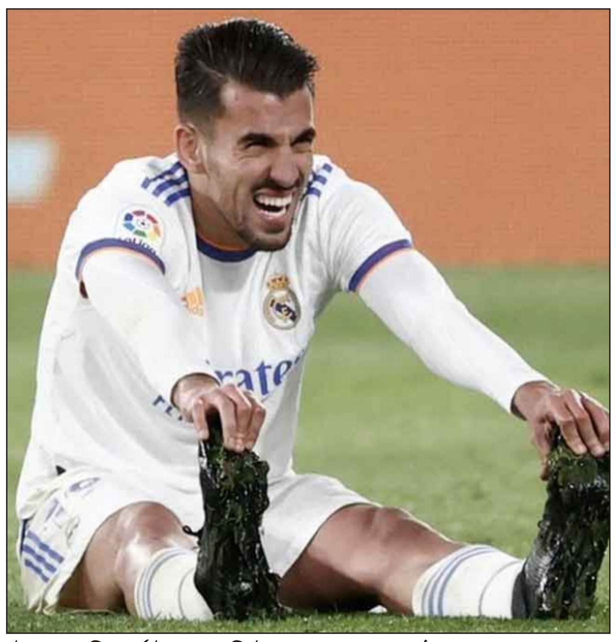

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্প্যানিশ লা লিগার নতুন মৌসুমের ম্যাচে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে প্রথমবার শুরুর একাদশে সুযোগ পান দানি সেবায়োস। সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে নামার সময় হয়তো খুশি হয়েছিলেন এই ধারা আগামীতেও ধরে রাখবেন রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার। তবে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের ম্যাচে যা হয়েছে তা ঘুণাক্ষরে হয়তো কল্পনাও করেননি তিনি।

আসলে খেলোয়াড় তো দূরে থাক তার প্রতিদ্বন্দ্বীও হয়তো এমনটা চাইবেন না। তবে অনিশ্চয়তার এই খেলায় সেবায়োস যা কল্পনা করেননি তাই হয়েছে। মৌসুম শুরু হতে না হতেই রিয়ালের হয়ে তার অনেকটা শেষ হয়েছে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

সেবায়োসের চোটের বিষয়ে এক বিবৃতি দিয়ে রিয়াল লিখেছে, 'আমাদের খেলোয়াড় দানি সেবায়োসের রিপোর্ট হাতে পাওয়া গেছে। তার ডান গোড়ালির লিগামেন্ট গ্রেড-৩ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।'

রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ৬৫ মিনিটে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চোট পান সেবায়োস। ২৮ বছর বয়সি মিডফিল্ডারের চোট রিয়ালের জন্য বড় ধাক্কার। কারণ ইতিমধ্যে নিয়মিত একাদশের দুই মিডফিল্ডারকে চোটের কারণে পাচ্ছে না লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও জুড বেলিংহামকে হারানোর পর এবার সেবায়োসকে হারাল লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।

বিতর্কে ভরা গাম্ভিরের সর্বকালের সেরা ভারতের ওয়ানডে একাদশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব সময়ের সেরা ভারতীয় ক্রিকেট একাদশ বেছে নিতে গিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন গৌতাম গাম্ভির। তার একাদশে যেমন নেই ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব, তেমনই দলে নেই ওয়ানডে ক্রিকেটে ৩টি ডাবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটার রোহিত শর্মা।

এক দিনের ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা সচিন-সৌরভের ওপেনিং জুটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহর মতো আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা পেসারও সুযোগ পাননি ভারতের বর্তমান প্রধান কোচের এই একাদশে।

সাধারণত যিনি সেরা একাদশ বেছে নেন, নিজেকে সেই দলে রাখতে চান না। তবে গাম্ভীর সেই পথে হাঁটেননি। ওপেনে নিজের সঙ্গী হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন বীরেন্দ্র শেবাগকে।

সচিন টেন্ডুলকারকে পাঠানো হয়েছে ব্যাটিং অর্ডারের চারে। সৌরভ গাঙ্গুলির তো সেরা একাদশে জায়গাই হয়নি। তিন নম্বরে রাখা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সদ্য সাবেক হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে।

রোহিত জায়গা না পেলেও বিরাট কোহলি অবশ্য গাম্ভীরের বেছে নেওয়া সর্বকালের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন। তবে তাঁকে রাখা হয়েছে ব্যাটিং অর্ডারের পাঁচ নম্বরে। ছয় নম্বরে রয়েছেন ভারতের ২টি বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া তারকা অল-রাউন্ডার যুবরাজ সিং।

উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে মাহেন্দ্র সিং ধোনি আছেন সাত নম্বরে। দুই স্পিনার হিসেবে গৌতির পছন্দ অনিল কুম্বলে ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। জায়গা হয়নি হরভজন সিংয়ের। দুই বিশেষজ্ঞ পেসারের মধ্যে আবার ইরফান পাঠান রয়েছেন, যাঁর ব্যাটের হাত মন্দ নয়। শেষে রয়েছেন জাহির খান।

গৌতাম গাম্ভীরের চোখে ভারতের সর্বকালের ওয়ানডে একাদশ: বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড়, সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, যুবরাজ সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনি, অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইরফান পাঠান ও জাহির খান।

চলতি সপ্তাহেই
মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকায় আরও একবার হৃদয় ভেঙেছে ব্রাজিলের। অন্যদিকে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা ঘরে তুলেছে কোপা আমেরিকার শিরোপাও।জমজমাট আসর শেষ হয়েছে প্রায় মাস দেড়েক আগে।

এরপর আর মাঠে নামা হয়নি দুই দলেরই। তবে চলতি মাসেই ফের মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। ২০২৬ এর বিশ্বকাপের কনমেবল অঞ্চলের বাছাই পর্বের লড়াইয়ে মাঠে নামবে দক্ষিণ আমেরিকার এই দুই ফুটবল পরাশক্তি।

কনমেবল অঞ্চলের বাছাই পর্বের পয়েন্ট তালিকায় এই মুহূর্তে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। ৬ ম্যাচ শেষে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আলবিসেলেস্তেরা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা উরুগুয়ের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে আছে তারা। তবে অবস্থান আরও সুসংহত করার সুযোগ তাদের সামনে।

চলতি সপ্তাহেই ইউরোপিয়ান ক্লাব মৌসুমের প্রথম বিরতি শুরু হচ্ছে। এই বিরতিতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পরবর্তী দুই রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দলগুলো। বাছাই পর্বে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার পরবর্তী দুই ম্যাচ যথাক্রমে চিলি এবং কলম্বিয়ার বিপক্ষে। এর মধ্যে প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায়। ঘরের মাঠ এস্তাদিও মাস মনুমেন্টালে এই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে থাকা চিলি।

চলতি সপ্তাহেই ইউরোপিয়ান ক্লাব মৌসুমের প্রথম বিরতি শুরু হচ্ছে। এই বিরতিতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের পরবর্তী দুই রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দলগুলো। বাছাই পর্বে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার পরবর্তী দুই ম্যাচ যথাক্রমে চিলি এবং কলম্বিয়ার বিপক্ষে। এর মধ্যে প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায়। ঘরের মাঠ এস্তাদিও মাস মনুমেন্টালে এই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে থাকা চিলি।

এরপর ১০ সেপ্টেবর বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটায় ফের মাঠে নামবে লিওনেল স্ক্যালোনির দল। এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হওয়া কলম্বিয়ার জন্য এই ম্যাচটিতে প্রতিশোধের সুবর্ণ সুযোগ। কারণ ম্যাচটি তারা খেলবে ঘরের মাঠ এস্তাদিও মেত্রোপলিতানোতে।

গত জুলাইয়ে কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার রেকর্ড ১৬তম শিরোপা যেতে আর্জেন্টিনা। তবে আরেক লাতিন পরাশক্তি ব্রাজিল সেই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR